EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-8855500
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য
কম্বাইন্ড ডিএনএ ইনডেক্স সিস্টেম (কোডিস) সমাপনী অনুষ্ঠান

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ নিউক্লিয়ার মেডিসিন ভবন
২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩

ডঃ আব্দুল হোসাইন, প্রকল্প পরিচালক, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

যুক্তরাষ্ট্রের লিগ্যাল অ্যাটাশে ড্যান ক্লেগ

কিভাবে এই ডিএনএ বিশে- ষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন যে তের জন স্নাতক

...আর আপনারা যারা আমার মতোই বিশ্বাস করেন যে অপরাধের বির"দ্ধে লড়াইয়ে এবং কোনো বিপর্যয়ের পর মানুষের দেহাবশেষ সনাক্ত করতে ডিএনএ বিশে- ষণ গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আজকের দিনটি একটি খারাপ দিন...

আজকের দিনটি কিছু মানুষের জন্য খুব খারাপ একটি দিন।

যারা জঘন্য অপরাধ সংঘটন করে তাদের জন্য আজকের দিনটি ভয়ংকর একটি দিন।

আজ বাংলাদেশ... বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো... অপরাধের বির"দ্ধে লড়াইয়ে তাদের যে দক্ষতা বিদ্যমান রয়েছে, সেই দক্ষতা আরো বাড়াতে অত্যন্ত গুর"ত্বপূর্ণ আরো একটি হাতিয়ার সংযোজন করলো: ডিএনএ বিশে- ষণ। এই সংযোজিত প্রযুক্তি পুলিশ এবং সংঘটিত অপরাধের বির"দ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত সংস্থাগুলোকে অপরাধ সংঘটনকারীদের সনাক্ত করতে এবং তাদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম করে তুলবে।

কোডিস হিসেবে অধিক পরিচিত..."কম্বাইন্ড ডিএনএ ইন্ডেক্স সিস্টেম" গবেষণাগারগুলোকে ডিএনএ রেকর্ড সংরক্ষণ, তুলনা করতে ও মিলিয়ে দেখতে সক্ষম করে যার ফলে অপরাধস্থল থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ প্রমাণাদি অপরাধের সুরাহা করতে ব্যবহার করা যায়। কোডিস ফরেনসিক বিজ্ঞান ও আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সংযুক্ত করে অপরাধ সুরাহাকারী এক কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন...এফবিআই...বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবকে নতুন, অত্যাধুনিক কোডিস সফটওয়্যার প্রদান করেছে যা আমেরিকাব্যাপী ও বিশ্বের অনেক দেশে স্থাপিত। আজ যেসব উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন টেকনিশিয়ানরা নিবিড় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে তাদের হাতে ...এই সফটওয়্যার...এক শক্তিশালী অপরাধ সমাধানকারী হাতিয়ার। এই নতুন ডিএনএ পর্যবেক্ষণ সামর্থ্য নারীর বিরুদ্ধে সহিংস অপরাধ সুরাহায় বিশেষভাবে কার্যকরী হবে।

এই সফটওয়্যারের উন্নয়নে এফবিআই লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছে এবং এখন বিশ্বব্যাপী মিত্রদের বিনামূল্যে সরবরাহ করছে। এফবিআই এমন উদ্যোগ কেন নিচ্ছে, বিশেষ করে যখন আমেরিকার সকল বিষয়ের বাজেট হ্রাস করার প্রয়াস চলছে এমন সময় এফবিআইয়ের এমন উদ্যোগ নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই কৌতূহল বোধ করছেন। প্রশ্নটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত; উত্তরটা সহজ: অপরাধ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সামর্থ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে, বাংলাদেশ আরো ভালোভাবে অপরাধীদের চিহ্নিত করতে ও তাদের আরো কার্যকরী আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারাবন্দী করার সাথে বিশ্ব আরো নিরাপদ হয়ে উঠছে...বাংলাদেশীদের জন্য আরো নিরাপদ হয়ে উঠছে...যারা স্বাধীনতা এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্প্রীতিতে বসবাস করার প্রতি বিশ্বাস করে তাদের সকলের জন্য একটি নিরাপদ স্থানে পরিণত হচ্ছে।

নিশ্চয়ই অপরাধ দমনে বাংলাদেশের সাফল্যের অর্থ আমাদের সকলের সাফল্য।

আমেরিকাতে কোডিস ১৯০টি গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয় যাতে অপরাধ মোকাবেলাতে ফেডারেল ও স্টেট আইন প্রণয়নকারী সংস্থাদের সহায়তা করতে পারে। কোডিস যুক্তরাষ্ট্রে দুই লক্ষেরও অধিক অনুসন্ধানে সহায়তা করেছে। যারা ভুল করে ভয়ংকর অপরাধে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাদের নিরপরাধ প্রমাণ করতেও কোডিস ব্যবহৃত হতে পারে।

কোডিস প্রযুক্তি ব্যবহার করা বিশ্বব্যাপী ৪৫টি দেশের সংগে বাংলাদেশ যোগ দিয়েছে। এই প্রযুক্তি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক মামলা সুরাহায় সুবিধা প্রদান করবে এবং একই সংগে যেসব মামলায় নতুন কোনো সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না সেসব মামলার ক্ষেত্রে ডিএনএ প্রমাণাদি হয়তো এমন এক সংযোগ সূত্র প্রদান করতে পারবে যার ফলে কার্যকরী আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে।

কোডিস কেবল অপরাধ মোকাবেলার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ারই নয়। এটা অপরিচিত ব্যক্তির দেহাবশেষ থেকে তার পরিচয় নিশ্চিত করার একটি উপায় হিসেবেও কাজ করবে। আমরা জানি রানা প-াজা ভবন ধ্বসে অনেক ব্যক্তির দেহাবশেষ অসনাক্ত রয়ে গেছে যেখানে প্রাণহানি ঘটেছে ১,১৩২ জনের। কোডিস এই দেহাবশেষগুলোর পরিচয় সনাক্ত করতে এবং তাদের পরিবারের সদস্য কারা সেটা নিশ্চিত করতে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে। যার ফলে রানা প-াজা ধ্বসের শিকারদের শত শত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে সরকারকে সমর্থ করে তুলবে। এটা খুবই ভালো...এই পরিবারগুলো ইতিমধ্যে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে।
আমেরিকা এবং সারা বিশ্ব জুড়ে বন্যা ও ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেহাবশেষ সনাক্ত করতে কোডিস সহায়তা করতে পারে। আমি নিশ্চিত যে এখানেও কোডিস সমান সুবিধা প্রদান করবে।

অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই নতুন কোডিস প্রযুক্তি স্থাপন করায় এবং প্রশিক্ষণের জন্য শীর্ষ টেকনিশিয়ানদেরকে পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে এবং বিশেষ করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। এর ফলে তারা কার্যকরভাবে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে। আমি বিশ্বাস করি এই নতুন দক্ষতা কেবলমাত্র যে রানা প-াজায় নিহত ব্যক্তি ও তাদের আত্মীয়স্বজনকেই ব্যাপক উপকার করবে তাই নয়, বরং বাংলাদেশে যে কোনো সহিংস অপরাধ প্রমাণেও সহায়তা করবে।

আজকে যারা এই প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ লাভ করলেন সেই "স্নাতক"দেরকেও আমি অভিনন্দন জানাই একটি সবচাইতে নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ নেবার জন্য। তারা জানলেন কিভাবে এই প্রযুক্তি সবচাইতে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যায়। তারা সবাই ভালোভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন... তারা তাদের জাতিকে ভালোভাবে সেবা প্রদান করবেন।

এই মহান জাতির চমৎকার জনগণ যাতে আরো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করতে পারে তা নিশ্চিত করতে এই গুর"ত্বপূর্ণ অগ্রগতিতে আমেরিকা বাংলাদেশকে সহায়তা করেছে বলে আমি আনন্দিত। আমি আনন্দিত যে বাংলাদেশ এখন বৈশ্বিক কোডিস দলে যোগ দিয়েছে।

আপনাদের ধন্যবাদ।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত